নাজাতের “আগের এবং পরের" ঘটনা!

ইউহোন্না ৯:২৫, ৩৫-৩৮

জন্মগতভাবে, আমি একজন ধার্মিক এবং ধর্মপ্রচারক মুসলিম ছিলাম। ছোটবেলা থেকেই ভোরবেলা নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত, দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া এবং ইসলামি রমজান মাসে ৩০ দিন রোজা রাখতাম। এছাড়াও আমি একজন কুরআন প্রচারক ছিলাম। যদিও আমি চেষ্টা করেছি ইসলামের আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। আমি সেখানে অনন্ত জীবনের কোন নিশ্চিয়তা খুঁজে পাইনি।

আমার এক বন্ধু আমাকে একটি কিতাবুল মোকাদ্দাস দিয়েছিল এবং আমি অধ্যয়ন করতে শুরু করি, যদিও প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না যে সঠিক আছে। আমি গভীরভাবে কিতাবুল মোকাদ্দাস নিয়ে গবেষণা করেছি; হঠাৎ, আমি থেকে একটি আয়াত খুঁজে পেয়েছিলাম। মথি ১১:২৮ “তোমরা যারা পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত সবাই আমার কাছে এস, আমি তোমাকে বিশ্রাম দিব।” এই প্রতিশ্রুতি ছিল আমার হৃদয়ের এবং আমার সম্পর্কে। আমি আমার নাজাতদাতাকে পেয়েছি! এটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ এবং উত্তেজনাপূর্ণ বিষয় ছিল।

আমি বুঝলাম যে আমি জন্মগতভাবে অনেক বড় গুনাহগার। আমি আমার জীবনের জন্য কিছুই করতে পারি না। আমার একজন বেগুনাহ লোক দরকার যে আমার জীবন বাঁচাতে পারে। একমাত্র ঈসা মসিহই আমার জীবন বাঁচাতে পারেন কারণ তিনিই বেগুনাহ, তিনি ইবনুল্লাহ, এবং আমার জীবনের এক অনন্য নাজাতদাতা। আমি আল্লাহর কাছে ঈসার নামে এভাবে মোনাজাত করেছিলাম; “বেহেস্তি পিতা, তোমার রহমত এবং এই মহান সুযোগের জন্য ধন্যবাদ। দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর! আমি তোমার বিরুদ্ধে অনেক ভুল করেছি। আমি একজন গুনাহগার তোমাকে অমান্য করেছি। আমি ঈমান এনেছি ঈসা তুমি ইবনুল্লাহ! তুমি পৃথিবীতে এসেছিলে এবং সলিবে কোরবানী হয়েছো। যা ছিল আমার গুনাহ দূর করতে এবং আমাকে অনন্ত জীবন দিতে। তৃতীয় দিনে তুমি আবার উঠেছো। আমি আমার পরিত্রাণ অর্জনের জন্য কিছু করতে পারি এমন কিছুই নেই। অতএব, আমি তোমাকে স্বাগত জানাই আমার জীবনে এবং আমার নাজাতদাতা হতে এবং আমার প্রভু হতে। ধন্যবাদ, আমিন।"

আল্লাহ আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে তাঁর দিকে পরিণত করেছিলেন। আমার পরিবারের কাছে সত্য বলতে খুব কষ্ট হয়েছে। কারণ আমার পরিবার শরিয়া আইন অনুসরণ করে, এই আইন অনুযায়ী একজন মুসলিম, খ্রিস্টান বা অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে না। এবং যদি কেউ তা করে, তাহলে পরিবার এবং সম্প্রদায় সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যায়। যে কেউ এই ধরনের মুরতাদদের হত্যা করে ইসলামি সমাজ এবং ইসলামের আল্লাহ তাকে নায়ক হিসাবে বিবেচিত করেন। আমি আতংকগ্রস্থ ছিলাম। নিজের ঈমান ভয়ে প্রকাশ করতে পারিনি তখনও। কিন্তু আমি আমার বাড়ি ছেড়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সঠিক পথ খুঁজছিলাম। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী, এক বছর পর আমি ঢাকায় তরিকাবন্দি নিলাম। আমার ধর্মান্তরিত হওয়ার পর, আমি আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি আমার নতুন জীবন, তাই আমার পরিবারকে আমার বিশ্বাস প্রমাণ করা উচিত।

প্রথমে বাড়িতে গিয়ে মায়ের সাথে দেখা করলাম। (কারণ আমার মা অভিভাবক ছিলেন, কেননা আমার বাবা আমার কৈশরবেলায় মারা গেছেন) আমি আমার নতুন ঈমানের কথা আমার মাকে বললাম। আমার মা উত্তর দিলেন, “তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?” আমি উত্তর দিলাম না, মা আমি ঠিক আছি, কিন্তু আমি আসলে আমি ঈসা মসিহকে নাজাতদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং আমার নিশ্চিত নাজাত রয়েছে। আপনি যদি আপনার পরিত্রাতা হিসাবে ঈসা মহিকে বিশ্বাস করেন এখন পরিত্রাণ পেতে পারেন। আমি যে আল্লাহকে বিশ্বাস করি তিনি দয়ালু। তারপর কিতাবুল মোকাদ্দাস থেকে আমি তাকে কিছু আয়াত দেখালাম। সে আমার কথা প্রত্যাখ্যান করল। কিছুক্ষণ পর আমার মা আমাকে হুমকি দিলো যে, আমি যদি এমন ফালতু কথা বলি তাহলে তোমাকে আমার বাড়ি থেকে বের হতে হবে। আমি তাকে উত্তর দিল, “আমি আমার ঈমানে স্থির আছি। আমি আপনাকে ছেড়ে যেতে পারি কিন্তু আমি আমার চিরন্তন পিতাকে ত্যাগ করতে পারি না।”

অতঃপর আমি আমার বাসা থেকে রওয়ানা হলাম আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে। একা একা হাঁটতে লাগলাম আল্লাহর কৃপায়। আমার শরীরে শুধু কাপড় আছে। আল্লাহ আমাকে তাঁর সাক্ষী হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন এই জাতির সামনে। এই কাজের জন্য আল্লাহ আমাকে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করেছেন।

একজন সুখবর প্রচারক হিসেব আমি বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষ্যি এবং আমি যেখানেই যাচ্ছিলাম আল্লাহ আমাকে ব্যবহার করেছেন। আমি সুখবর প্রচার করতাম এবং লোকেদের পানিতে তরিকাবন্দি দিতাম। এছাড়াও প্রভু সেবা করার জন্য অন্যদের প্রস্তুত করায় আমাকে বাংলাদেশে অনেক ব্যবহার করছেন। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়।

প্রথম এবং সর্বাগ্রে আমি আমার পরিবারের কাছ থেকে সমস্যা এবং হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলাম। আমি বাড়ি ছেড়েছিলাম এবং রাস্তায় এবং বনে বাস করতাম। তারা আমাকে, আমার বন্ধুদের খুঁজতে শুরু করেছে। আমাকেও খুঁজতে লাগলো। আমাকে পালিয়ে অন্য এলাকায়

লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান এবং ছোট শহরে আশ্রয় নিয়েছিলাম যেখানে আমার সাথে তাদের কোন যোগাযোগের সুযোগ ছিলনা। এইভাবে আল্লাহ আমাকে অল্প সময়ের জন্য রক্ষা করেছিলেন।

যখন এটা প্রচার হয়ে গেল যে আমি একজন প্রচারক এবং ধর্মান্তরিত, তখন অনেক মুসলমান এবং ইসলামী পণ্ডিতরাও তা জানতে পেরেছেন। যখন জানা গেল আমি প্রচার করছিলাম বিভিন্ন স্থানে ও আমি ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত তাতে অনেকেই খুব রেগে যায়। তারা আমার কাছে এসেছিল তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করছে। তারা আমাকে মারধর করেছে এবং আমার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছে। তারা আমার ছাত্রত্ব বাতিলের দাবি জানিয়েছিল। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। এমনকি তারা সেখানে দাঙ্গা শুরু করে।

একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে আমার দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল। তাই কোথাও নিজেকে চুপ করে রাখতে পারিনি এবং যেখানেই আমি সুখবর প্রচার চালিয়ে গেছি, তা প্রকাশ হয়ে গেছে। অনেক মুসলমানের মধ্যে এত বিদ্বেষ রয়েছে যা তাদের হৃদয়কে ঘৃণা পূর্ণ করে। অশুভ আত্মায় পূর্ণ হয়ে যখনই তারা মুসলমান থেকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত লোক সম্পর্কে জানতে পারে, তারা নির্যাতন শুরু করে।

আমি আশা করি বাংলাদেশের বিরাজমান পরিস্থিতি আপনার কাছে গোপন না। আমাদের দেশের সরকার ও জনগণ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সত্যিই এগুলো আমাদের দেশের শান্তি বিনষ্ট হয়েছে। আমরা, মসিহে বিশ্বাসীদের এই আশাহীন বিশ্বের "শান্তির রাজপুত্র" এর দূত হিসাবে ভূমিকা পালন করতে হবে। সেখানে বাংলাদেশে আনুমানিক ১৭০ মিলিয়ন মুসলিম; ৯৩ শতাংশের বেশি মুসলিম জনসংখ্যা। খ্রিস্টান প্রচারকদের দ্বারা অতীত কিছু মুসলমান থেকে আসা ঈমানদারদের অনুসরণ এবং স্থানীয় ফেলোশিপ গঠন হচ্ছে। কিন্তু আমরা মুসলমানদের থেকে অনেক নিপীড়ন ভোগ করছি এবং অনেকে তাদের ইসলাম ধর্মে ফিরে গিয়েছে।

যাইহোক, গির্জার নেতাদের মধ্যে আশা ও প্রত্যাশার ক্রমবর্ধমান অনুভূতি রয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী কাজের চেষ্টা করা হচ্ছে। আরও কর্মীদের জন্য মোনাজাত করুন এবং ফসল কাটার জন্য প্রস্তুত হন যেমন আল্লাহ প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শক্তি এবং উৎসাহ খুঁজে পেতে নেতাদের জন্য মোনাজাত করবেন। যেহেতু আমরা প্রতিবেশীদের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একসাথে কাজ করি যা আমাদের মুসলিমদের কাছে পৌঁছায়। প্রতিবেশী ও কিছু স্থানীয় ঈমানদারদের জন্য তাদের ঈমান শক্তিশালী হতে মোনাজাত করবেন।

বিনম্র শ্রদ্ধা,

এরিমা - বাংলাদেশ